POLITICAL SCIENCE -HONS- 2ND SEM

CC-3: Political Theory-Concepts and Debates

Section B: Major Debates

Topic- a. Why should we obey the state? Issues of political obligation and civil disobedience

BY – PROF. SHYAMASHREE ROY

রাজনৈতিক দায়িত্ব বাধ্যবাধকতার অর্থ- 'বাধ্যবাধকতা' শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ 'বাধ্যবাধকতা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে যা এমন কিছু বোঝায় যা পুরুষদের একটি বাগদানে আবদ্ধ করে বা যা আদেশ করা হয় তা পালন করে। 'বাধ্যবাধকতা' এর অনুরূপ শব্দ হল 'দায়, দায়িত্ব, পাওনা, ডেবিট (শুল্ক, debt/ ঋণ)।' নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে, বাধ্যবাধকতা একজন ব্যক্তিকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের বা পালন করার বিষয়ে অবগত করে এবং তার যৌক্তিক বোঝাপড়ার দ্বারা তার কাছে গ্রহণযোগ্য। আইনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে, বাধ্যবাধকতার জন্য একজন মানুষকে আইন মানতে হয় যার দ্বারা সে কিছু 'কর্মক্ষমতা' এর সাথে আবদ্ধ থাকে। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বলতে বোঝায় যে মানুষ যেহেতু একটি রাজনৈতিক প্রাণী সে কিছু কর্তৃত্বের অধীনে বসবাস করতে বাধ্য এবং যেমন, এটি তার আদেশ পালন করা তার বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, যখন অনুমোদনের নিয়ম আইন, এবং সমিতি একটি রাষ্ট্র, আমরা এটিকে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বলতে পারি। T.H. Green বলেন, "রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সার্বভৌমত্বের প্রতি বিষয়ের বাধ্যবাধকতা, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের বাধ্যবাধকতা এবং রাজনৈতিক উচ্চপদস্থ কর্তৃক প্রয়োগের মতো একে অপরের প্রতি ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত করা।" রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রকৃতি মানুষ এমন একটি রাজ্যে বাস করে যার সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। তাকে কর্তৃত্বকারী পুরুষের আদেশ মেনে নিতে হবে। যদি কোন গ্রহণযোগ্যতা না থাকে তাহলে কোন আদেশ হতে পারে না এবং যদি কোন আদেশ না থাকে তাহলে জীবন থাকতে পারে না। সমাজে শান্তি -শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আদেশ গ্রহণ না করে মানুষ ভালোভাবে বাঁচতে পারে না কারণ একজন খেলোয়াড় আম্পায়ারের আদেশ না মেনে ক্রিকেট খেলা খেলতে পারে না। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার নীতি সাধারণ বিচক্ষণতার সর্বাধিক উপর ভিত্তি করে। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা আইন, রাজনৈতিক সংগঠন এবং অধিকারের সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে। মানুষ সাধারণত রাষ্ট্র এবং এর আইন মেনে চলে। যারা আইন অমান্য করে তাদের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়।

জনগণ শুধু আইনই মানছে না বরং সেই আদেশগুলি যাচাই -বাছাই করছে। তারা তাদের এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করে যে তারা তাদের সন্তুষ্টিকে অস্বীকার করে যা তারা জীবন থেকে চায়। লাস্কি বলেছেন, "আনুগত্য, অর্থাৎ মানবজাতির স্বাভাবিক অভ্যাস; কিন্তু প্রান্তিক ঘটনাগুলি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হয় যেখানে অবাধ্য হওয়ার সিদ্ধান্তগুলি বেদনাদায়কভাবে নেওয়া হয় এবং আবেগের সাথে রক্ষা করা হয়।

রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ধারণার নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে: (১) পাবলিক সার্ভিস। — সরকার বিবেকবান ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। পাবলিক অ্যাফেয়ার্স পরিচালনায় ব্যক্তিদের সাধারণ ভালোর জন্য কাজ করতে হবে। সরকার চালানো একটি শিল্প। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা কেবল একটি বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রের নয়; তারা একটি সৎ কর্মের বাধ্যবাধকতাও অন্তর্ভুক্ত করে যেমন জনসেবা। (2) বৈধতা এবং দক্ষতা। — রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা রাজনৈতিক বৈধতা এবং কার্যকারিতার সাথে সম্পর্কিত। রাজনৈতিক বৈধতা বলতে বোঝায় যে, বিদ্যমান সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এমন বিশ্বাস গড়ে তোলার এবং বজায় রাখার ব্যবস্থার ক্ষমতাকে বোঝায়। রাজনৈতিক দক্ষতা বলতে সরকারের মৌলিক কার্যাবলীর প্রকৃত কর্মক্ষমতাকে বোঝায় কারণ সমাজের শক্তিশালী মানুষ এবং জনগণ তাদের উপলব্ধি করে। (3) আনুগত্য এবং অসন্তোষ। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তি বা ভিত্তি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বলতে বোঝায় যে যারা কর্তৃত্ব করে তাদের আদেশ গ্রহণের দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন নাগরিকদের কাছ থেকে কর্মের (আদেশ জারি করার) অধিকার এবং গ্রহণের অধিকার (আদেশ মানার) অধিকার রয়েছে। নিম্নলিখিত ভিত্তিতে, নাগরিকদের রাষ্ট্রের আইন মানতে হবে, (1) রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা। তারা সফলভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। (2) আইনের যৌক্তিকতা এবং উপযোগিতা। - যদি লোকেরা যুক্তিসঙ্গত এবং দরকারী বলে প্রমাণিত হয় তবে লোকেরা সহজেই আইন মেনে চলবে। আইন শুধুমাত্র একটি সমাপ্তির মাধ্যম এবং নিজেই শেষ নয়। মানুষ আনন্দের সাথে আইন মেনে চলে, যদি তারা নিজেদেরকে মানব কল্যাণের উপকারী যন্ত্র হিসেবে প্রমাণ করে। (3) শাস্তির ভয়। — কিছু নাগরিক মনে করেন যে আনুগত্য একটি অপ্রীতিকর এবং বেদনাদায়ক কর্তব্য। তারা আইন মেনে চলে, কারণ তারা এর খারাপ প্রভাব দিয়ে শাস্তি এড়াতে চায়। সংখ্যালঘু যারা রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করে, তাদের রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তি দেওয়া হবে, যখন কর্তৃপক্ষের জোরপূর্বক ক্ষমতা দ্বারা আরোপিত পরিণতিগুলি

অপছন্দের আশঙ্কার কারণে কর্তৃপক্ষের দাবি স্বীকার করা হয়, তখন এটি বিচক্ষণ বাধ্যবাধকতা হিসাবে পরিচিত। (4) অভ্যাস এবং ঐতিহ্যের বিষয়। a যে পরিবারে সুশৃঙ্খল আচরণের জন্য অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে সব সদস্যের ভাল, বিনয়ী এবং সহায়ক হওয়ার অভ্যাস হয়ে যায়; তাই একটি সুশৃঙ্খল অবস্থায়ও, এবং এটি তার নাগরিকদের মধ্যে শান্তিপ্রিয় এবং আইনানুগ হওয়ার অভ্যাস। (5) রাষ্ট্রের প্রয়োজন। অধিকাংশ নাগরিক সচেতন যে রাষ্ট্রের একটি উদ্দেশ্য আছে। এটি বাহ্যিক আগ্রাসন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। এটি মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি জনগণের অধিকারও রক্ষা করে। এটি মানুষের চাহিদা দেখাশোনা করে। বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। তাদের নিজস্ব স্বার্থে, তাদের উচিত এটির সাথে সহযোগিতা করা এবং এর আইন এবং আদেশগুলি মেনে চলা। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের ভয়। নাগরিকদের সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্র তার দুর্বলতার কারণে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করবে। এই আশঙ্কা যে যদি বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে, তাদের জীবন এবং সম্পত্তি বড় বিপদে পড়তে পারে নাগরিকদের আইন-মান্য করে তোলে। মানুষ, যারা শান্তি ও শৃঙ্খলা চায় তারা কখনই আইনহীন সমাজে বসবাসের কথা কল্পনা করতে পারে না। (7) ধর্ম। — সকল ধর্মই মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক আইন এবং মানুষের নৈতিক আচরণ প্রচার করে। ধর্ম মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও স্নেহের প্রচার করে। ধর্ম আত্মার মতো মানুষের নৈতিক মূল্য বৃদ্ধি করে। নৈতিক ধর্ম এমন সব আইনের সমন্বয়ে গঠিত যা সারা বিশ্বে মানুষকে আবদ্ধ করে। আইনের বৈধতা। এর মানে হল যে সরকার আইন প্রণয়ন করে তা সাংবিধানিক এবং আইনী হওয়া উচিত। জনগণ ক্ষমতা দখলকারী অত্যাচারী কর্তৃক প্রণীত আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। বাধ্যবাধকতার ধরন নৈতিক এবং আইনী বাধ্যবাধকতা বাধ্যবাধকতাগুলিকে নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতায় শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে: (i) নৈতিক বাধ্যবাধকতা। সংক্ষেপে, যখন নাগরিকরা তাদের স্বার্থের জন্য কখনও কখনও ক্ষতিকর হতে পারে কিন্তু নৈতিক পরিণতির কারণে আইন মেনে চলে, তখন তাকে নৈতিক বাধ্যবাধকতা বলা হয়। এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। (ii) আইনগত বাধ্যবাধকতা। — যেহেতু আইন পুরুষের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, আইনগত বাধ্যবাধকতার নীতিটি আইন প্রয়োগের দ্বারা ইচ্ছামতো কিছু কাজ সম্পাদনের জন্য একে অপরের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধনের রূপ নেয়। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত আইনি বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে রয়েছে। যদি এই দায়িত্বগুলি ব্যক্তি দ্বারা না করা

হয়, রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেয়। যদি তিনি কর দিতে ব্যর্থ হন বা চুক্তি বা অন্যান্য আইন লঙ্ঘন করেন, তাহলে ব্যক্তি আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবে। ..

ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বাধ্যবাধকতা

ইতিবাচক বাধ্যবাধকতা। — একটি ইতিবাচক বাধ্যবাধকতা ব্যক্তির পক্ষ থেকে কিছু কাজ বোঝায় যার উপর এটি নিহিত। রাষ্ট্র এবং সমাজ করণ আকারে কর্তব্য নির্ধারণ করে। এই ধরনের দায়িত্বগুলি ব্যক্তিকে ইতিবাচক অর্থে পালন করতে হবে। এগুলিকে 'ইতিবাচক আইনি বাধ্যবাধকতা' এবং 'ইতিবাচক নৈতিক বাধ্যবাধকতা' হিসাবে ভাগ করা যায়। জাতীয় জরুরি অবস্থার সময় কর প্রদান বা সেনাবাহিনীতে যোগদান একটি 'ইতিবাচক আইনি দায়িত্ব' এবং একজন অসুস্থ ও বৃদ্ধ পিতামাতার দেখাশোনা করা একটি 'ইতিবাচক নৈতিক দায়িত্ব'।

নেতিবাচক বাধ্যবাধকতা — একটি নেতিবাচক বাধ্যবাধকতা যার উপর এটি আরোপ করা হয়েছে তার পক্ষ থেকে সহনশীলতা বোঝায়। কিছু আইনী এবং নৈতিক দায়িত্ব ব্যক্তিকে নেতিবাচক অর্থে পালন করতে হবে। তারা ব্যক্তিকে রাষ্ট্র বা সমাজে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আচরণ না করার আহ্বান জানানোর জন্য নির্ধারিত হয়। নেতিবাচক আইনী এবং নৈতিক কর্তব্যগুলি 'না' আকারে নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আইনগতভাবে, ব্যক্তি কোনও দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইন লঙ্ঘন করবে না। সে অন্যের সম্পত্তি দখল করবে না বা চুরি বা খুন করবে না। নৈতিকভাবে ব্যক্তি তার গুরুজন বা উর্ধ্বতনদের অপমান করবে না। তিনি দরিদ্র ও দুর্বলকে হয়রানি করবেন না। তিনি পশুদের প্রতি নিষ্ঠুর হবেন না। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বাধ্যবাধকতা একটি প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা যা স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান এবং অন্য কোন বাধ্যবাধকতা থেকে স্বাধীন। যে কোনো ব্যক্তির ক্ষতি না করা কর্তব্য একটি প্রাথমিক কর্তব্য। একটি সেকেন্ডারি বাধ্যবাধকতা হল সেই দায়িত্ব যার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অন্য কিছু দায়িত্ব প্রয়োগ করা। আঘাত না করার দায়িত্ব হল প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা। যদি একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ক্ষতি করে, তবে প্রাক্তনকে পরেরটির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। এটি একটি গৌণ বাধ্যবাধকতা। যখন প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা হয়, তখন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার গৌণ বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়।

আইন অমান্য

অর্থ- নাগরিক অবাধ্যতা এমন একটি ধারণা যা রাজনৈতিক তত্ত্বে স্পষ্টভাবে আধুনিক নাও হতে পারে, কিন্তু যা সমসাময়িক সময়ের জন্য এটিকে অনন্য করে তোলে তা হল সেই প্রসঙ্গ যেখানে এটি বিকশিত হয়েছে। নাগরিক অবাধ্যতা কমপক্ষে সক্রেটিসের মতোই বয়স্ক, যিনি কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করার আদেশ দেওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করতে পছন্দ করেছিলেন, যাকে তিনি বলেছিলেন, "আমি আপনার পরিবর্তে Godশ্বরের আনুগত্য করব।" মহাত্মা গান্ধী থোরোর একজন ভক্ত ছিলেন এবং আফ্রিকায় বর্ণবাদ এবং ভারতে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার জন্য তার অহিংস প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সরকারী নীতি বা আইনে পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টায় সরকারি আইন মানতে অস্বীকৃতি হিসেবে নাগরিক অবাধ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ব্যক্তিরা তাদের সময়ে এককভাবে কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছে এই বিশ্বাসে যে তাদের সাময়িক শাসকরা উচ্চতর আইনের বিপরীতে কাজ করেছে। যাইহোক, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জবাবদিহিতা ও ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার পর থেকে নাগরিক অবাধ্যতা প্রতিবাদ করার একটি সভ্য রূপ হিসাবে গুরুত্ব বহন করে। উদার সাংবিধানিক গণতন্ত্রের উত্থান সীমিত ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার, জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব, এবং আইনের শাসন এবং ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছে। যেহেতু রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একটি বিশ্বাস এবং জবাবদিহিতা, ব্যক্তিগত নাগরিককে একজন অংশগ্রহণকারী এবং তার অভিভাবক উভয়কেই দেখা হয়। নাগরিক অবাধ্যতা হল একটি নীতিগত, উদ্দেশ্যমূলক এবং জনসাধারণের অবাধ্যতা আইন, কোন স্বার্থপর বা ব্যক্তিগত লাভের জন্য বা ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নতির জন্য নয় বরং একটি যুক্তিসঙ্গত এবং একটি ন্যায়সঙ্গত কারণ বা উদ্দেশ্য। এর উদ্দেশ্য হল কিছু সার্বজনীন নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে একটি আইন বা নীতিকে প্রশ্ন করা, যা রাজনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় হতে পারে। নিজের বিবেক, অভ্যন্তরীণ কণ্ঠস্বর বা উচ্চতর সাধারণ নৈতিক বা প্রাকৃতিক আইন বা নীতির প্রতি, অথবা মানবাধিকারের প্রতি আবেদনের মাধ্যমে এটি ন্যায়সঙ্গত। নাগরিক অবাধ্যতা ব্যক্তির প্রাধান্যকে নৈতিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করে যা সামাজিক দায়বদ্ধতার অনুভূতির সাথে স্বায়ত্তশাসিতভাবে কাজ করতে সক্ষম। এটি ব্যক্তিকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মূল খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, কারণ এটি একটি রাজনৈতিক কাজ যা একটি নীতি বা আইনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সম্মিলিত প্রচেষ্টার সাথে জড়িত যা অন্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়। যাইহোক, ব্যক্তি তার উজ্জ্বল বর্ম মধ্যে একটি নাইট হয় না। বিভাজনমূলক নীতির পরিবর্তে সাধারণ এবং সার্বজনীন উপর ভিত্তি করে তার কাজের মাধ্যমে, তিনি জেলসহ শাস্তি ভোগ করতে ইচ্ছুক। কষ্ট এবং ত্যাগের জন্য তার প্রস্তুতি

সংখ্যালঘু ধারণাটিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে এবং মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলে। শাস্তি গ্রহণের ইচ্ছুকতা আইনের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে এই বিক্ষোভ আরো বেশি জরুরি। এটি একটি বিদ্রোহী এবং একজন বিপ্লবী থেকে একজন নাগরিক অবাধ্যের বিপরীতে, কারণ একটি অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কেবল আগের মতই নয় যেহেতু বর্তমান আদেশটি সাধারণত অসম্পূর্ণ হিসাবে দেখা হয়। আইন অমান্যকারী মূলত একজন আইন মেনে চলা নাগরিক যিনি আইনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা রেখে আইন ভঙ্গের কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি প্রতিবাদ করার অন্যান্য পদ্ধতিগুলি শেষ করার পরে এটিকে কেবল শেষ উপায় হিসাবে ব্যবহার করেন এবং এটি খুব কম এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করেন। এটি সর্বজনীন নীতির উপর ভিত্তি করে এই আইনের সর্বজনীন এবং উন্মুক্ত প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যগুলিতে স্পষ্টভাবে আগ্রহী নয়। এটি আইন অমান্যকারীকে বিপ্লবীদের এবং অপরাধীদের থেকে আলাদা করে। একটি বিপ্লবী একটি উন্নত বিকল্পের পক্ষে বিদ্যমান ক্রমকে উৎখাত করতে চায়। সাধারণত বিপ্লবী কার্যকলাপ হিংস্র হয় কিন্তু গান্ধী কর্তৃক বিকশিত ও ধারণার মত নাগরিক অবাধ্যতা, অহিংস পদ্ধতিতে দ্বন্দ্ব সমাধান করে।

নাগরিক অবাধ্যতার ধরন বা প্রকার

1. বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপের নাশকতা কর্মের মধ্যে রয়েছে ব্যবসা ব্যাহত করা, পণ্য বর্জন করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত করা। বেশ কিছু গ্রাহক আইটেমে ভরা ট্রলির মাধ্যমে চেক করে দোকানগুলিকে স্থবির করে রেখেছেন, কেবল শেষ পর্যন্ত বলবেন যে তারা অর্থ দিতে পারে না এবং পণ্য চায় না। একইভাবে গ্রাহকরা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিমাণ পরিবর্তন এনে ব্যাঙ্কগুলিকে আটকে রেখেছেন।

২. শ্রম প্রতিরোধ - ধর্মঘট সর্বনিম্ন কার্যকর হতে পারে যদি শ্রম আইন বা শূন্য ঘন্টা চুক্তি শ্রমিকদের প্রতিস্থাপন বা সংগঠন ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেয়। অন্যান্য বিকল্প বিদ্যমান: • স্লোডাউন- চাকরিতে থাকা কিন্তু কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করা • কর্ম-থেকে-নিয়ম-নিয়োগকর্তারা প্রায়শই কোণ কেটে কাজগুলিকে দ্রুত করতে চান, নিয়মে কঠোরভাবে কাজ করেন (পোস্ট অফিসের বিবাদে, শ্রমিকরা প্রতিটি একক প্যাকেজের সঠিক ডাক ছিল)। নিয়ম মেনে চলার জন্য কাউকে বরখাস্ত করা কঠিন! • অসুস্থ-যেখানে সমস্ত কর্মচারী একই দিনে অসুস্থ অবস্থায় ডাকে • ভাল কাজের ধর্মঘট-যখন লোকেরা বিনা মূল্যে পণ্য বা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সংহতিতে একে অপরকে সমর্থন করে। উদাহরণের মধ্যে রয়েছে বাস কর্মীরা যাত্রীদের বিনামূল্যে বা ক্যাফে কর্মীদের আমাদের বিনামূল্যে কফি দেওয়া। একটি

হাসপাতালের নার্সরা রোগীদের সুরক্ষার জন্য ধর্মঘটের সময় কর্মস্থলে গিয়েছিলেন কিন্তু কোন প্রেসক্রিপশনের জন্য তাদের চার্জ দিতে "ভুলে গেছেন"।

অন্যায় আইন ভঙ্গ করা -1955 রোজা পার্ক এবং আমেরিকান নাগরিক অধিকার আন্দোলন ইস্যু: "জিম ক্রো" আইন কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের থেকে পৃথক করেছে এবং আমেরিকান সমাজে কৃষ্ণাঙ্গদের পূর্ণ অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল: রোজা দিতে অস্বীকার করে একটি সাদা লোকের জন্য বাসে তার আসন। কৃষ্ণাঙ্গ কর্মীরা ইচ্ছাকৃতভাবে "জিম ক্রো" আইন ভেঙে আমেরিকান নাগরিক অধিকার আন্দোলনে এই ধরনের কাজগুলি সাধারণ হয়ে উঠেছে যা কালো মানুষকে সাদা মানুষ থেকে আলাদা করেছে।

গণহত্যা এবং ভূমি অধিকারের প্রতিবাদ 1932 - কিন্ডার স্কাউট ট্রেসপাস ইউকে ইস্যু: শহর ও শহরে শ্রমিকদের তাদের বাড়ির আশেপাশে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আশেপাশের জমিতে হাঁটার অনুমতি ছিল না। জমি ব্যক্তিগতভাবে ছিল এবং প্রায়শই ধনীদের জন্য শিকারের জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হত। কর্ম এবং ফলাফল: 1932 সালে ম্যানচেস্টার এবং শেফিল্ডের 400 জনেরও বেশি মানুষ পিক জেলার কিন্ডার স্কাউটের উপর একটি গণঅত্যাচারে অংশ নিয়েছিল। তারা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে অবহিত করে এবং ফলস্বরূপ দেখা হয় এবং গেম কিপার এবং তারপর পুলিশের সাথে হাতাহাতি হয়; পরবর্তীতে পাঁচজনকে কারাগারে পাঠানো হয়। এই কর্মের মাধ্যমে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমাদের জাতীয় উদ্যান তৈরির দিকে পরিচালিত করেছিল।

5. অনানুষ্ঠানিক মিছিল, দখল এবং অবরোধ ক্ষমতা যা দমন বা অকার্যকরতা মিছিল এবং পেশায় পরিচালিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

6. ঋণ প্রত্যাখ্যান - একটি ধারণা এবং একটি আন্দোলন উভয় হিসাবে ক্রমবর্ধমান হয়। অ্যান্ড্রু রস, ক্রেডিটোক্রেসিতে, ছাত্র loans, ক্রেডিট কার্ডের debt এবং বন্ধকসহ debt প্রত্যাখ্যানের মামলা করে। 2. ভাড়া স্ট্রাইক 1915 - মেরি বারবারের আর্মি ইস্যু: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 1915 সালে বিপুল ভাড়া বৃদ্ধি পায় কারণ শ্রমিকদের যুদ্ধাস্ত্র কারখানায় কাজ করার জন্য গ্লাসগোতে পাঠানো হয়েছিল। আবাসনের অভাব যার ফলে বাড়িওয়ালারা ভাড়া-লুট করে এবং যারা পরিশোধ করতে পারে না তাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে 'মুনাফা' করার সুযোগ দেয়। কর্ম এবং ফলাফল: মেরি বারবার ভাড়া ধর্মঘটে 20,000 ভাড়াটেদের একটি দলের নেতৃত্ব দেন। যখন কর্তৃপক্ষ এটি বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল, তখন স্থানীয় কারখানার শ্রমিকরা ব্যাপক ওয়াকআউট করেছিল। কয়েক সপ্তাহের

মধ্যেই ব্রিটেনের প্রথম ভাড়া আইন পাস হয়, যুদ্ধ-পূর্ব পর্যায়ে ভাড়া নির্ধারণ করা।

7. কর প্রতিরোধ 1930 - দণ্ডী মার্চ, লবণ কর প্রতিরোধ - গান্ধী ইস্যু: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (1757-1858), তারপর ব্রিটিশ রাজ (1858-1947) ভারত শাসন করেছিল ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে সত্যাগ্রহ, এটি ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ লবণের একচেটিয়া বিরুদ্ধে কর প্রতিরোধ এবং অহিংস প্রতিবাদের একটি সরাসরি অভিযান, এবং ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে।